ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২২৯৩
আগরতলা, ৪ নভেম্বর, ২০১৯

মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে আরক্ষা প্রশাসনের পাশাপাশি সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে গার্হস্থ্য সংক্রান্ত অপরাধ আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আরক্ষা প্রশাসন, মহিলা কমিশন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে (এন জি ও) একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রায় ৪৩ শতাংশ মহিলা তার স্বামী বা নিকট আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নতুন যাদের বিয়ে হবে সেইসব নবদম্পতির বিবাহ নিবন্ধীকরণ করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে 'মহিলা সংক্রান্ত অপরাধে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক তিনদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্য আরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালায় ৫০ জন পুলিশ আধিকারিককে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধে তদন্তের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরমধ্যে অর্ধেকেরও বেশি রয়েছেন মহিলা পুলিশ আধিকারিক। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আরও বলেন, রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষিত রাখা রাজ্য সরকারের প্রধান দায়িত্ব। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ অনেক কমে গেছে। এটা রাজ্যের জন্য একটা শুভ লক্ষণ। কিন্তু আমরা চাই রাজ্যে কোনও ধরনের মহিলা নির্যাতনের ঘটনা যাতে না ঘটে। এক্ষেত্রে নববিবাহিত দম্পতিদের বিবাহ নিবন্ধীকরণের পাশাপাশি ১৪-২০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে সমাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। আর সমাজ ব্যবস্থা তখনই শক্তিশালী হবে যখন মহিলাদের শক্তিশালী ও সচেতন করা যাবে। মহিলারা সুরক্ষিত থাকলে তা সমাজের পক্ষে মঙ্গল। বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নির্যাতিতা মহিলাদের সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ধর্ষণের শিকার মহিলাদের ক্ষতিপূরণ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, শারীরিকভাবে নির্যাতিতা বালিকাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, ত্রিপুরা ভিকটিম কমপেনসেশন স্কিম অনুসারে মানব পাচারের শিকার ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ক্ষতিপূরণ ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, যৌন নির্যাতনের শিকার কোনও মহিলা বা বালিকার মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে ইত্যাদি। এছাড়াও মহিলাদের স্ব-শক্তিকরণের উদ্দেশ্যে আরক্ষা প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। ছিনতাইবাজদের কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন সরকার আসার পর মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে খুব কম সময়ের মধ্যেই আসামী গ্রেপ্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপরাধীদের সাজার হারও ২৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৯ শতাংশে পৌঁছেছে। পুলিশ প্রশাসন আইন প্রয়োগে কঠোর মনোভাব নিয়ে কাজ করার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলারা হচ্ছেন সমাজের শক্তির আধার। রামায়ণ, মহাভারতের মতো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থেও মহিলাদের শক্তির আধার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই কোনও দেশ বা রাজ্যকে উন্নয়ন করতে হলে মহিলাদের সুরক্ষিত রাখা একান্ত প্রয়োজন। রাজ্যে মহিলা নির্যাতনের হার কমে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে আরক্ষা প্রশাসনের পাশাপাশি মহিলা কমিশন, এন জি ও সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হলো মহিলাদের সুরক্ষা প্রদান করা। তাতে দেখা গেছে গত দেড় বছরে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ অনেক কমে গেছে। তিনি বলেন, মহিলাদের যদি সমাজে সম্মান না থাকে তাহলে সমাজেরও কখনও উন্নতি হতে পারে না। কারণ কোনও পরিবারের শিশুদের প্রথম শিক্ষা ও সংস্কার তৈরি হয় তাদের মায়ের কাছ থেকে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বলেন, রাজ্যের নির্যাতিত মহিলারা যাতে সহজেই আইনি সহযোগিতা পেতে পারে সেই বিষয়ে রাজ্য মহিলা কমিশন কাজ করছে। রাজ্যে মহিলা নির্যাতনের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে মহিলা কমিশন সব সময়ই আরক্ষা প্রশাসনকে সহযোগিতা করে যাবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং, পুনীত রস্তোগী (আই জি, ক্রাইম এন্ড ট্রেনিং) এবং রাজ্য সরকারের আইন সচিব গৌতম দেবনাথ। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর এম লীলাবতী।

*****